উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকা ঃ

দেশীয় মুরগির প্রজাতি গুলোকে দেশীয় মুরগির প্রজাতি দ্বারা উন্নয়ন করার চেষ্টা বা পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) শুরু করেছে ২০১০ সালে। মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় তিন ধরনের (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিক মান উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরী করা। বিএলআরআই-এ বিদ্যমান স্টককে ব্যবহার করে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত জাতের দেশীয় মুরগি বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফাউন্ডেশন স্টক তৈরী করা হয়। দীর্ঘ ৮ (আট) বছর যাবৎ নির্বাচিত প্রজনন এবং লালন পালনের মাধ্যমে দেশী মুরগির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে এদের উৎপাদনে আশাতীত উৎকর্ষ আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিমের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমেছে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমনদেশী ও গলাছিলা মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য এবং হিলি মুরগি মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এরূপ উন্নত জাতের দেশী মুরগির বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীগোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাগণ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথা আর্থিকভাবে লাভবান হতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৮ (আট) বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশুদ্ধ দেশী জাতের মুরগির উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত নির্বাচনশীল প্রজনন (Selective breeding) কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে এদের উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল সমূহ খামারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে, "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ছয়টি উপজেলায় নির্বাচিত ৩০০ জন (প্রত্যেক উপজেলায় ৫০ জন মহিলা খামারী) সুফলভোগীদের মাঝে (নকলা, শেরপুর; জয়পুরহাট সদর; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ডুমুরিয়া, খুলনা; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং সোনাগাজী, ফেনী) মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রত্যেকটি পরিবারে ৬ টি করে মুরগী ও ২ টি করে মোরগ প্রদান করা হয়েছে। মোরগ-মুরগী গুলো ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন-পালন করা হয়। ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈনিক প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ-মুরগীকে ৬০ গ্রাম করে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয় এবং সময়মত টীকা প্রদানকরা হয়। বাচ্চাগুলোকে ৪ (চার) সপ্তাহ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান করা হয়।

কমনদেশী মুরগী

হিলি মোরগ

গলাছিলা মুরগী

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিন ধরনের দেশী মুরগির বিভিন্ন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
পালকের রং	:	লালচে বাদামী বা লালচে কালো	সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত রঙের হয় । তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়	কালো এবং লালচে কালো
চামড়ার রং	:	সাদা	সাদা	সাদা, লাল
ঝুঁটির রং	:	লাল	লাল	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	:	একক	একক	একক
কানের লতি	:	সাদা, লাল	সাদা, লাল	সাদা,লাল
ডিমের খোসার রং	:	হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী	হালকা বাদামী	হালকা বাদামী
পায়ের নলার রং	:	হলুদ,সাদা, কালো	সাদাটে, হলুদ, কালো	হলুদ, সাদা, কালো
পায়ের নলার দৈর্ঘ্য	:	১০.৮ সে:মি	১১.৮ সে:মি	১০.৮ সে:মি

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৩ টি জাতের (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মোরগ-মুরগীর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার সময় মুরগীর দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৫০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৮-২০	১৯-২১	১৯-২১
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৭০-১৮০	১৫০-১৬০	১৭০-১৮০
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫-৪৭	৪৫-৪৭	৪৩-৪৫
উর্বর ডিম (%)	:	৯৪	৮৮	৮৮
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৮৪	৮০	৭০
খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৮০	৯০	৮০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগী বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
দৈহিক ওজন মোরগ (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	২০০০-২৫০০	২৫০০-৩০০০	২০০০-২৫০০
দৈহিক ওজন মুরগী (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	১৪০০-১৫০০	১৭০০-১৮০০	১৪০০-১৫০০

বিএলআরআই এ উন্নয়নকৃত ৩ টি জাতের (কমনদেশী, হিলি ও গলাছিলা) মোরগ-মুরগীর মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:-

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার সময় মুরগীর দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৪০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৯-২০	১৯-২০	১৯-২০
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৪৯	১৫২	১৫১
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫	৪৭	৪৬
উর্বর ডিম (%)	:	৮৩	৮৭	৮৬
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৭০	৭২	৭৩
সম্পূরক খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৬০	৬০	৬০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগী বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
মৃত্যু হার (০-৮ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.৩	০.৮৫
মৃত্যু হার (৫১-৭২ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.২	৩.০০

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগী খামারী পর্যায়ে লালন-পালন করে গ্রামীণ নারী গোষ্ঠী আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাতে পারে তেমনি সামাজিক ভাবে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায়, এ মুরগীর ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়। গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে আংশিক সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ৬ টি মুরগী ও ২ টি মোরগ লালন-পালন করলে আয় ব্যয়ের অনুপাত ১.৮:১ হয় অর্থাৎ ১ (এক) টাকা ব্যয় করে ১.৮০ টাকা লাভ করতে পারে। তাছাড়াও, অল্প কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে ৫০০ বা ১০০০ মাংস উৎপাদনের জন্য দেশী মুরগি পালন করে মাত্র ৮ সপ্তাহে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

উন্নয়নকৃত জাতের দেশী মুরগি পালনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কৃষক পরিবার এমনকি শহরের আশ-পাশের বাসিন্দাগণও স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করে স্বল্প বিনিয়োগে ও অল্প সময়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। প্রযুক্তির উপকরণ সমূহ খুবই সহজলভ্য, স্বল্প মূল্যের এবং সহজেই ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় দেশের নারীগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি প্রযুক্তি। সারা দেশের জনগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

গবেষণা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবকঃ

*ড. **শাকিলা ফারুক**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক, দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

*মোহাম্মদ **আব্দুর রশিদ**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

*মোঃ **ওবায়েদ আল রহমান**, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

*হালিমা **খাতুন**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

*ড. মোঃ **সাজেদুল করিম সরকার**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

*ড. মোঃ **রাকিবুল হাসান**, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

গবেষণা সমন্বয়কারী ঃ ড. **নাথুরাম সরকার**, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোন: ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭৫

ই-মেইল: infoblri@gmail.com, web: www.blri.gov.bd

প্রকাশনা নং-২৯৪, মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি